ইনকিলাব

তারিখ ... 5 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

জবিতে শিক্ষার্থীদের সেশনজট বিড়ম্বনা

৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে লাগে ৭-৮ বছর

ওমর ফারুক ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনার অপর নাম সেশনজট। এখানে ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে সময় লাগছে ৭ থেকে ৮ বছর। কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, সময়মতো পরীক্ষা না নেয়া, ৩ মাসের রেজাল্ট ৬-৮ মাসে প্রকাশ করা, ক্লাস না নিয়ে শিক্ষকদের দলবাজি ও এক্সটারনালদের গাফিলতি এবং শিক্ষকদের প্রাইভেট, কোচিং ব্যবসা এমনকি ভর্তি কোচিংয়ে ক্লাস নেয়াসহ নানা কারণেই সেশনজট বাড়ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকেও বিরত থাকতে হচ্ছে। এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বেই ঝরে পড়ছে তারা। রোববার ক্যাম্পাসে এসব বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি দিয়েছে ডিসি বরাবর। তাদের দাবীর মধ্যে রয়েছে ১০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশসহ আগামী ১০ দিনের মধ্যে সাময়িক সনদপত্র ও নম্বরপত্র প্রদান, অতিরিক্ত ফি নেয়া বন্ধ এবং মাস্টার্সে ভর্তি ও ক্লাস শুরু করার। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের নিয়ম থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছয় মাস পেরেও তা করতে পারেনি। তাদের ঝামেলোলির জন্য আমরা বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছি না। এ বিষয়ে ডিসি প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ জানান, দ্রুত ফলপ্রকাশ করার জন্য ইতোমধ্যে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি কাজ করছে। আশা করছি আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই আমরা সব বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করতে পারব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্র জানিয়েছে, ৩ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের বিধান রয়েছে, কিন্তু কোন কোন বিভাগ ৯ মাসেও ফলপ্রকাশ করতে পারছে না। গত ২০০২-০৩ সেশনের শিক্ষার্থীরা তাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার সাড়ে ৯ মাস পর ফল পায়। ২০০৭ সালের ওই শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আড়াই বছর পর গত বছর তাদের মাস্টার্স পরীক্ষা হয়েছে এখনও ফল পায়নি তারা। এছাড়াও ২০০৩-০৪ সেশনের শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স শেষ হবার কথা থাকলেও এখনো কোন কোন বিভাগের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছে। অথচ তাদের সাথের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাছাড়া, ২০০৪-০৫ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্তমানে অনার্স শেষ হবার কথা থাকলেও গত মার্চ মাসে তাদের অনার্স ৩য় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই শিক্ষাবর্ষের ফল প্রকাশ করা হয়নি। এদিকে, ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে ৪ বছরের মধ্যে শেষ করার প্রত্যয় নিয়ে ২০০৫-০৬ সেশন থেকে চারটি অনুষদের ২০টি বিভাগে একই সাথে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। বর্তমানে ২৮টি বিভাগই সেমিস্টার পদ্ধতিতে চলছে। আগের চার বছরের অনার্স কোর্সকে ৮টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি বর্ষকে ২টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রতি সেমিস্টার ৬ মাসে শেষ করার কথা থাকলেও ৯-১০ মাস সময় লাগছে।

বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ২০০৫-০৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয় ২০০৬ সালের ১ জুলাই। সে অনুযায়ী সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা ওই বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালের ১৭ জুলাই। অর্থাৎ ৬ মাসের সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগে ১০ মাস। তাদের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সেমিস্টার প্রতিটি পরীক্ষাই শেষ করতে সময় লাগে সাড়ে ৯-১০ মাস। বর্তমানে তাদের ৮ম সেমিস্টারে থাকার কথা। কিন্তু গত মে মাসে তাদের ৪র্থ সেমিস্টার পরীক্ষা হলেও এখন পর্যন্ত তাদের ফলপ্রকাশ হয়নি। ২০০৬-০৭ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্তমানে ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে তারা ৪র্থ সেমিস্টারে। ২০০৭-০৮ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্তমানে ৪র্থ সেমিস্টারে থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে তারা ২য় সেমিস্টারে। আর ২০০৮-০৯, সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্তমানে ৩য় সেমিস্টারে ওঠার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তাদের ১ম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র তৈরী, খাতা পুনঃমূল্যায়ন ও প্রাকটিক্যাল এবং ভাইভা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটারনাল নেয়ার বিধান থাকায় তাদের ব্যস্ততা ও কোন কোন ক্ষেত্রে গাফিলতির কারণে আমরা তাদের সময় বেঁধে দিয়ে এমনকি বারবার তাগাদা দিয়েও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র না পাওয়া এবং খাতা না পাওয়ায় পরীক্ষা নিতে না পারা এবং সময়মতো ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক জানান, বর্তমানে শিক্ষকরা ক্লাস না নিয়ে দলবাজিতেই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, আমরা এ ক্যাম্পাসকে সেশনজটমুক্ত করতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অনুষদের তিন ও চেয়ারম্যানদের সাথে আলোচনা করেছি। সেখানে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটারনালদের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আগামী একাডেমিক কাউন্সিল মিটিংয়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলেও তিনি জানান। তবে ফলাফলসহ সকল প্রকার একাডেমিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতার জন্য এক্সটারনাল রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।